BNGA-CC-2-3 সাময়িক ও গদ্য ও প্রবন্ধ। বাংলা গদ্যের বিকাশে সাময়িকপত্রের অবদান। লকডাউন ২০২০; বিকেল পাঁচটা। রবিবার।

তৃতীয় পর্ব - ক

সূচনাপর্ব প্রেক্ষিত: ১৮১৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে কলকাতায় স্থায়ীভাবে আসন রামমোহন রায়ের। ১৬ নভেম্বর ১৮৩০-এ কলকাতায় তাঁর ও তাঁর ইংল্যান্ড যাত্রা। ২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩-এ ব্রিস্টলেই পরলোকগমন। এই কালপর্বেই বাঙালির চিন্তনে, মননে, বৌদ্ধিক চেতনায় বিজ্ঞানমনস্কতার, সংস্কারমুক্তির (বেকনীয় 'কু'), গোঁড়ামি-বিরোধিতার, যুক্তিবাদের ও আধুনিকতার ঢেউ আছড়ে পড়ে। পল্লীতে ও মফস্বলে ইংরাজি ভাষায় শিক্ষালয়ের প্রবর্তন ধুলির তর ঝেড়ে যায়। এই সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৮২১-এর ফেব্রুয়ারিতে গ্রন্থ রচি। ৪ জুলাই ১৮২১ খ্রি ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি নামে একটি পুস্তক প্রকাশন সংস্থা স্থাপিত হয়। ১ সেপ্টেম্বর ১৮১৮ খ্রি প্রতিষ্ঠিত হয় ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি। এই সংস্থার উদ্দেশ্য ছিল কলকাতায় প্রাথমিক পাঠশালার মাধ্যমে শিক্ষা দান। এবং আশা থেকে যে পাঠশালাগুলিতে শিক্ষাদান করা হচ্ছে, সেগুলির উন্নতি সাধন। ১৭১৪ খ্রি ফ্রি স্কুল স্থাপিত হয় কলকাতায়। যদিও ইংরেজি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আগ্রহ ছিল। ১৭৩১ খ্রি কলকাতার সেন্ট অ্যান্ড্রুজ চার্চে ইংরেজি অবৈতনিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে পাঠদান করা হত। ১৮১৭'র ১ জানুয়ারি ৩০৪ নম্বর চিৎপুর রোডে গোরাচাঁদ বসাকের বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দু কলেজ। ঊনিশ দিন পর জানুয়ারির ২০ তারিখ পঠন-পাঠন শুরু হয়। একাধিক বার ঠিকানা বদল করে অবশেষে ১৮২৬ থেকে পটলডাঙায় নবনির্মিত ভবনে হিন্দুকলেজ তার স্থায়ী ভবন লাভ করে। বর্তমানে এটিই প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি। ১৮৫৪ খ্রি হিন্দু কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তরিত হয়। ১ জানুয়ারি ১৮২৪ খ্রি ৬৬ বহুবাজার স্ট্রিটের ভাড়া বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয় সংস্কৃত কলেজ। ১৮২৫'র ১ মে কলেজ, পটলডাঙায় নির্মিত নতুন ভবনের মধ্যভাগে স্থিতি লাভ করে। একবছর পর এই মধ্যবর্তী ভবনেরই বাম ও দক্ষিণদিকে হিন্দু কলেজের পঠন পাঠন শুরু হয়। অন্যদিকে মিশনারি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামপুরের কলেজটি স্থাপিত হয় ১৮১৮ খ্রি। হিন্দু কলেজের নবীন শিক্ষক হেনরি লুইস ডিরোজিও এক নিম্নবর্গ ছাত্রকুল গড়ে তোলেন। এই ছাত্ররা মুক্ত ও তীক্ষ্ণ কণ্ঠে হিন্দুধর্মের বিরোধিতা করেছিলেন, যুক্তিবাদকে আশ্রয় করেছিলেন। এই ছাত্রদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য যাঁরা:

- কালীপ্রসাদ ঘোষ (১৮০৪-১৮৭৩); তারাচাঁদ চক্রবর্তী (১৮০৬-১৮৫৫); হরচন্দ্র ঘোষ (১৮০৮-১৮৬৮); রসিককৃষ্ণ মল্লিক (১৮১০-১৮৫৮); শিবচন্দ্র দেব (১৮১১-১৮৯০); রাধানাথ শিকদার (১৮১৩-১৮৭০); কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-১৮৮৫); রামতনু লাহিড়ী (১۸১০-১৮৯৮); দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮১৪-১৮৭৮); প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩); রামগোপাল ঘোষ (১৮১৫-১৮৬৮); কিশোরীচাঁদ মিত্র (১৮২২-১৮৭৩)

এঁদের অনেককেই আমরা পরবর্তী আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে পড়ব।

Scanned with CamScanner

BNGA CC-2-3. মডিউল ৩: গদ্য গ্রন্থ। বাংলা গদ্যের বিকাশে সাময়িক পত্রের ভূমিকা। ০৮.০৫.২০২০ ; বিকেল ৩টা। দ্বিতীয় পর্ব-খ। রনময়।

২৯ জানুয়ারি ১৭৮০ তে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় ভারতবর্ষের প্রথম মুদ্রিত সাময়িক পত্র 'Bengal Gazette'. সম্পাদক জেমস্ অগাস্টাস হিকি। ভারতবর্ষে প্রথম মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় চেন্নাইয়ে, ১৬৭২তে। ইংল্যান্ড থেকে ১৬২২ য়ে প্রকাশিত 'Weekly News' নামে সাপ্তাহিক পত্রটি ইংরেজি ভাষার প্রথম সাপ্তাহিক পত্র। এর সম্পাদক Nathanial Butter. প্রথম ইংরেজি দৈনিক সংবাদপত্র ১৭০২ য়ে প্রকাশিত 'Daily Current'. ভারতবর্ষের প্রথম দৈনিক ১৮৩২ য়ে প্রকাশিত 'বুম্বাই সমাচার'। ভারতীয় ভাষায় দ্বিতীয় এবং বাংলাভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর'। প্রকাশ তারিখ আষাঢ় ১, ১২৪৬ বঙ্গাব্দ ; ১৪ জুন ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দ। এছাড়া অন্যান্য ভাষার প্রথম পত্রিকাগুলি এইরকম:

- ☐ প্রথম হিন্দি সাপ্তাহিক – 'উদন্ত মার্তণ্ড'। কলকাতা থেকে মে ৩০, ১৮২৬য়ে প্রকাশিত।
- ☐ হিন্দিভাষী অঞ্চল থেকে প্রকাশিত প্রথম পত্রিকা 'বনারস আখবার'। ১৮৪৫য়ে প্রকাশ।
- ☐ তেলুগু ভাষার প্রথম মাসিক পত্রিকা – 'সত্যদূত'। প্রকাশ – ১৮৩৬।
- ☐ তেলুগু ভাষার প্রথম দৈনিক পত্রিকা – 'দেশাভিমানী'। প্রকাশ – ১৮৮৬।
- ☐ কন্নড় ভাষার প্রথম সাপ্তাহিক পত্র – 'কর্নাটক প্রকাশিকা'। প্রকাশ – ১৮৬৫।

বাংলাভাষার সাময়িক পত্রের বিকাশকে আমরা কয়েকটি কালপর্বে বিন্যস্ত করব:

ক. প্রথম পর্ব: ১৮১৮ – ১৮২২
খ. দ্বিতীয় পর্ব: ১৮২৩ – ১৮৩৫
গ. তৃতীয় পর্ব: ১৮৩৫ – ১৮৩৯
ঘ. চতুর্থ পর্ব: ১৮৪০ – ১৮৫৭

☐ সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ১৭১২য় গৃহীত পাস 'Stamp Act'. আইনটিকে প্রত্যাহার করা হয় ১৮৫৫য়। ১৭৯৮ 'র মে'তে লর্ড ওয়েলেসলি যে সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইন লাগু করেছিলেন তা আগস্ট ১৯, ১৮১৮য় লর্ড হেস্টিংস কর্তৃক প্রত্যাহৃত হয়। পুনরায় মার্চ ৪, ১৮২৩ য়ে পত্রিকা সম্পাদকের মতামত ও মুক্তচিন্তা প্রকাশের স্বাধীনতা হরণোদ্দেশ্যে শাসক কর্তৃক সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইন জারি হয়। এর প্রতিবাদে রামমোহন রায় তাঁর ফারসি পত্রিকা 'মীরাৎ-উল-আখবার'-এর প্রকাশ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ১৮৩৫ য়ে লর্ড মেটকাফ আইনটির বিলুপ্তি ঘটান। প্রসঙ্গত পত্র-পত্রিকার কণ্ঠরোধের এই অবৈধ-আরোপের ধারা (যেটির পথচলার সূচনা ব্রিটিশ শাসকের হাতেই) টি সক্রিয় থেকেছে ব্রিটিশ মুক্ত স্বাধীন ভারতবর্ষেও। জুন ২৫, ১৯৭৫ য়ে ভারতবর্ষে জারি হয় জরুরি অবস্থা। ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী তখন। এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। জ্যোতির্ময় দত্ত সম্পাদিত 'কলিকাতা' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল গৌরকিশোর ঘোষের ছবি রচনা। শাসকের অপছন্দ হওয়ায় অক্টোবর ৬, ১৯৭৫-য়ে MISA আইনে গ্রেপ্তার করা হয় গৌরকিশোর ঘোষকে।

☐ মে ১৮ ১৯য়ে প্রকাশিত 'The Calcutta Journal' ভারতবর্ষের প্রথম দৈনিক পত্রিকা। 'বুম্বাই সমাচার' দেশীয় ভাষার প্রথম দৈনিক।

Scanned with CamScanner

BNGACC-2-3। মডিউল-৩: গদ্য ও প্রবন্ধ। বাংলা গদ্যের বিকাশে সাময়িক পত্রের অবদান। ০৮.০৫.২০২০। বিকেল ৫টা। তৃতীয় পর্ব-গ। রিনিময়।

১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথম সময়ের দুইটি বাংলা ভাষায় তিনটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

ক. মাসিক 'দিগ্‌দর্শন'। প্রকাশ কাল- এপ্রিল ১৮১৮। সম্পাদক জেমুয়া মার্শম্যানের পুত্র জন ক্লার্ক মার্শম্যান। প্রকাশিত হয় শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে।

খ. সাপ্তাহিক 'সমাচার দর্পণ'। প্রকাশকাল - ২৩মে ১৮১৮। সম্পাদক- জন ক্লার্ক মার্শম্যান। এটি প্রকাশিত হয় শ্রীরামপুরের মিশন থেকেই।

গ. সাপ্তাহিক 'বাঙ্গাল গেজেটি'। প্রকাশকাল নিয়ে মতানুর বিদ্যমান। অনুমিত হয় 'সমাচার দর্পণ'-এর এক সপ্তাহ আগে 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকার সম্পাদক গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। এটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত বাঙালি কর্তৃক সম্পাদিত প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক পত্র।

'দিগ্‌দর্শন' ও 'সমাচার দর্পণ'-এর সম্পাদক হিসেবে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের নাম মুদ্রিত হলেও মিশনের বেতনভুক পণ্ডিতগণ পত্রিকা সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করেছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ও জয়গোপাল তর্কালঙ্কার। স্কুল ছাত্রদের জন্য 'দিগ্‌দর্শন'-এর কার্যকারিতা উপলব্ধি করে, স্কুল বুক সোসাইটি 'দিগ্‌দর্শন'-এর একেকটি খণ্ড সংগ্রহ করেছিলেন। পত্রিকাটিতে 'যুবলোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ' মুদ্রিত হত।

□ 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু সমাজের ও হিন্দু ধর্মের ধর্মীয় রীতি-নীতির নঞর্থক প্রচার, অন্যেক হিন্দু ধর্মকে অযৌক্তিক আক্রমণ, হিন্দুধর্মের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ এবং খ্রিস্টধর্মের মহিমা প্রচার। জন ক্লার্ক মার্শম্যানকে 'The Friend of India' এবং 'Bengalee Government Gazette' - নামক আরও দুটি পত্রিকার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়, ফলত 'সমাচার দর্পণ'-এর প্রকাশ বন্ধ থাকে। ১৮২৯ খ্রি. বাংলা ও ইংরেজি দুটি ভাষাতেই সমাচার দর্পণ পত্রিকার প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়। 'সমাচার দর্পণ'-এর প্রকাশপর্বকে কয়েকটি কালপর্বে বিন্যস্ত করা যায়:

ক. ২৩ মে ১৮১৮ — ২৫ ডিসেম্বর ১৮৪১: প্রথম পর্ব। জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনা।

খ. ফেব্রুয়ারি ১৮৪২ — জানুয়ারি ১৮৪৩: দ্বিতীয় পর্ব। ভবানীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনা।

গ. ৩ মে ১৮৫১ — ১২ এপ্রিল ১৮৫২: অন্তিম পর্ব। প্রকাশের দায়িত্ব শ্রীরামপুর মিশন।

□ 'বাঙ্গাল গেজেটি' পত্রিকার একটি সংখ্যাও উদ্ধার করা যায়নি। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ছাড়াও পত্রিকার অন্যতম পরিচালক ছিলেন হরচন্দ্র রায়।

□ ডিসেম্বর ১৮১৯ খ্রি. Baptise Auxiliary Missionary Society কর্তৃক প্রকাশিত মাসিক 'গসপেল মাগাজিন' খ্রিস্টীয় তত্ত্বমূলক প্রথম সাময়িক পত্র।

Scanned with CamScanner